দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

47

টাঙ্গাইল ম্যাটস ঃ সবই আছে শুধু শিক্ষার্থীই নেই

টাঙ্গাইল, ২৩শে ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– টাঙ্গাইলের চিকিৎসা সহকারী প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় (ম্যাটস)–এর সুরম্য ভবন, শ্রেণী কক্ষ, গবেষণাগার, গ্রন্থাগার, চারতলা ছাত্রবাস, তিনতলা ছাত্রীনিবাস, প্রয়োজনীয় শিক্ষক–কর্মচারী সবই আছে। কিন্তু শিক্ষার্থী নেই। ফলে ৬ বছর যাবৎ শিক্ষক–কর্মচারীরা বসে বসে বেতন নিচ্ছেন।

ম্যাটস–এর একটি সূত্র জানায়, গত ৬ বছরে শিক্ষক– কর্মকর্তা– কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদই সরকারের ব্যয় হয়েছে প্রায় ৯০ লাখ টাকা। পানি ও বিদ্যুৎ বিল, পৌরকর এবং টেলিফোন বিলসহ মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৬ বছরে প্রায় ১ কোটি টাকা। সূত্র জানায়, শুধুমাত্র বেতন বাবদই ৬৭ জন শিক্ষক কর্মকর্তা–কর্মচারীর জন্য মাসিক ব্যয় হয় ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা। এই প্রতিষ্ঠানে ১ জন অধ্যক্ষ, ১ জন সিনিয়র প্রভাষক, ৪ জন প্রভাষক, ১ জন প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ৬ জন টিউটর, ১৭ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী ও ১৩৫ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী রয়েছে। এর কোন কাজ না থাকায় বসে বসে মাস শেষে বেতন তুলছেন।

১৯৭৯ সাল থেকে টাঙ্গাইলে ৩ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট (ডি এম, এ) কোর্স শুরু করে। বৈদেশিক আর্থিক সহায়তায় এ জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল চত্বরে দ্বিতল সুরম্য ভবন, ৪তলা ছাত্রাবাস, ৩লা ছাত্রীনিবাস, অধ্যক্ষ ভবন, ৪ ইউনিটের প্রভাষক ভবন, তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ৬ ইউনিটের ৩তলা ভবন এবং চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ৪ ইউনিটের দোতলা ভবন নির্মাণ করা হয়। এই নির্মাণকাজে কয়েক কোটি টাকা ব্যয় হয়।

বাংলাদেশ ডিপ্লোমা মেডিক্যাল সমিতির টাঙ্গাইল জেলা শাখার সভাপতি আব্দুল্লাহ আল ফরিদ এক বিবৃতিতে অবিলম্বে টাঙ্গাইল ম্যাটসে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করে ডিএমএ কোর্স চালু করার দাবি জানিয়েছেন।